উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি), ভাঙ্গুড়া এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the URC vangura)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সেকশন ১ : উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি), ভাঙ্গুড়া, পাবনা এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলী

সেকশন ২ : কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্র, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা সমুহ

ভুমিকা: প্রতিটি পেশায় প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষনের কোন বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে বিস্তরনের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৮-২০০৪ সাল পর্যন্ত ৪৮১টি উপজেলা/থানায় একটি করে ইউআরসি/টিআরসি স্থাপন করে। বিভিন্ন সময়ে আরও ২৪ টি ইউআরসি স্থাপন করা হয়। পূর্বে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ইউআরসি স্থাপন ও জনবল নিয়োগ করা হলেও ২০০৫ সালে ও ২০১৮ সালে জনবলসহ ইউআরসি রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে ইউআরসি'র জনবল সম্মানের সহিত দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ইউআরসি'তে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব বিশেষ করে বিদ্যালয়ের গুণগত মানোন্নয়নে একাডেমিক পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ যাবতীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছেন ।

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণের জন্য মানসম্মত শিক্ষকের বিকল্প নেই। মানসম্মত শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে **ভাঙ্গুড়া** ইউআরসি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৭ ব্যাচে ৫১০ জন এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২ ব্যাচে ৫০ জন, ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৫ ব্যাচে ১৫০ জন, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাংলা (৯০ জন), ইংরেজি (১২০জন), গণিত অলিম্পিয়াড বিষয়ে (১২০ জন) ও নবনিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য ইনডাকশন প্রশিক্ষণ (২৪ জন) আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষকগণ সাবজেকটিভ নলেজ(এসকে) এবং প্যাডাগজিকাল নলেজ (পিকে) অর্জন করতে সহায়তা করা হয়।এছাড়া ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে বরাদ্দ সাপেক্ষে ২০-২৫ ব্যাচ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরও নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে উক্ত প্রশিক্ষণের বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক মনিটরিং করে ফলাবর্তন প্রদান করে থাকেন। বর্তমানে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। শিক্ষক ডাটা বেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে। এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইউআরসিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে ইউআরসি যথাযথ ভুমিকা পালন করে চলেছে। ইন্সট্রাক্টর বিভাগীয় কর্মসম্পাদনের পাশাপাশি সরকার কর্তৃক বিভিন্ন আদেশ নির্দেশ পালনকরত: বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, চিত্রাংকন, ডিজিটাল মেলা, শিক্ষা উপকরণ মেলা, বিভিন্ন দূর্যোগ মোকাবেলায় দায়িত্ব পালন ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় সাহায্য করা, মা ও অভিভাবক সমাবেশ, উঠান বৈঠক, বার্ষিক ফলাফল অনুষ্ঠান, সমন্বিত পরিদর্শন, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট বাস্তবায়ন, মাসিক সমন্বয় সভা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সকল সভায় অংশগ্রহণ, বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা সহ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় বিশেষ দায়িত্ব পালন, শিশু বরণ উৎসব, শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া রোধে সহায়তা প্রদান, বই বিতরণ, বিদ্যালয়ের বৃক্ষরোপন সহ বিদ্যালয়ের পরিস্কার পরিছন্ন কাজে অংশগ্রহণ করা এবং প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন আবদান রাখা। এছাড়া কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতিতে অধিদপ্তর থেকে প্রেরিত নির্দেশনা এবং উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব সফলভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে ।

ইউআরসি ও বিদ্যালয় পর্যায়ে চ্যালেঞ্জসমূহ:

ভৌত সুবিধাদির স্বল্পতা (৩০-৩৫ জন শিক্ষককে একসাথে প্রশিক্ষণ কক্ষে ধারণক্ষমতা না থাকা), প্রার্থনা কক্ষ না থাকা, লাইব্রেরি না থাকা, আবাসন ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিগত সুবিধার অপ্রতুলতার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্খিত মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা বেশ দুরূহ। শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণিকক্ষে গতানুগতিক পাঠদানের প্রবণতা পরিহার করে পদ্ধতি মাফিক পাঠদানে অভ্যস্ত করানো বেশ চ্যালেঞ্জিং। ইউআরসি সংলগ্ন মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিদ্যালয়ের হত দরিদ্র পরিবারের শিশুদেরকে বিদ্যালয়ের পরিবর্তে শ্রমঘন কর্মস্থানে প্রেরণ নিরুৎসাহিত করা এবং ভৌত অবকাঠামোর অভাবে/মানসম্মত শ্রেণিকক্ষ না থাকায় শিক্ষার্থীদের আনন্দঘন পরিবেশে পদ্ধতিগত ভাবে পাঠদান নিশ্চিত করা। জুম-ক্লাউড এ্যাপস ব্যবহারে পর্যাপ্ত গতির ইন্টারনেট প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষক একই বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন কর্মরত থাকায় দায়িত্বশীলতা ও জবাবদীহিতার ঘাটতি। সরকার প্রদত্ত নেট সার্ভিসি ব্যবহার করে